কোরআনে বর্ণিত ফেরাউন ও তার আশির্বারদপুষ্টদের করুন পরিণতি, যুগে যুগে অত্যাচারী-স্বৈরাচারী শাসক ও আশির্বারদপুষ্টদের জন্য সতর্কবার্তা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ফেরাউন ও তার আশির্বারদপুষ্টদের করুন পরিণতি, যুগে যুগে অত্যাচারী-স্বৈরাচারী শাসক ও আশির্বারদপুষ্টদের জন্য সতর্কবার্তা"**

পবিত্র কোরআনে "ফেরাউন" শব্দটি ৮৫ বার এসেছে। ফেরাউন নিজেকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দাবী করতো এবং জনগণকে তার মূর্তির পূজা করতে বাধ্য করতো। দেশের বিভিন্ন স্থানে তার মূর্তি স্থাপন করে জনগণকে নির্দেশ দিতো যেন তারা ফেরাউনের পূজা অর্চনা করে। ফেরাউন নিজে জঘন্য অত্যাচারী ছিল। বনি ইসরাঈলিদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো, মেয়ে সন্তানদের জীবিত রাখত। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহ তায়লা সমুদ্রে ডুবিয়ে ধংস করে দিয়েছিলেন। ৯০ বছরের জীবনে ৬৭ বছরই ফেরাউন (রামেসিস ২) মিসরের একচ্ছত্র সম্রাট ছিল।

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

১.যখন ফেরাউন পানিতে ডুবতে থাকলো, তখন বললো, আমি এ কথার প্রতি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।

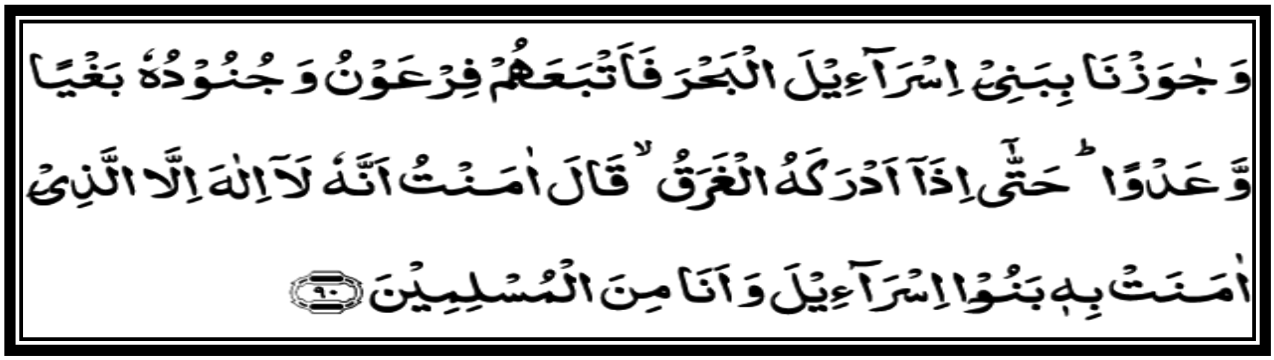
وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا
وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ
اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফিরাউন ও তার ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন বলিল, আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাহাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউনুস ১০:৯০)

২. এখন ! (মৃত্যুর সময় ঈমান আনলে কোনো উপকারে আসবে না) অথচ ইতিপূর্বে তুমি অমান্য করেছিল এবং তুমি ছিলে একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী।

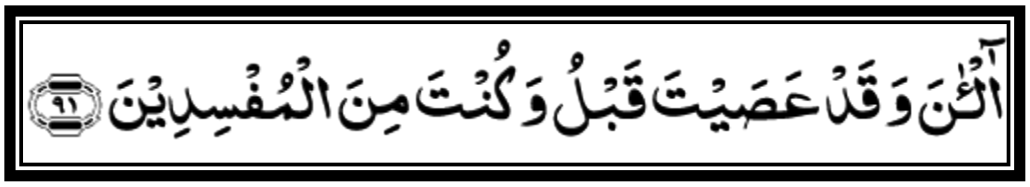

এখন ! ইতিপূর্বে তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।(সূরা ইউনুস ১০:৯১)

৩. আজ আমরা তোমার দেহটাকে রক্ষা করবো, যাতে করে তুমি পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন হয়ে থাকো।

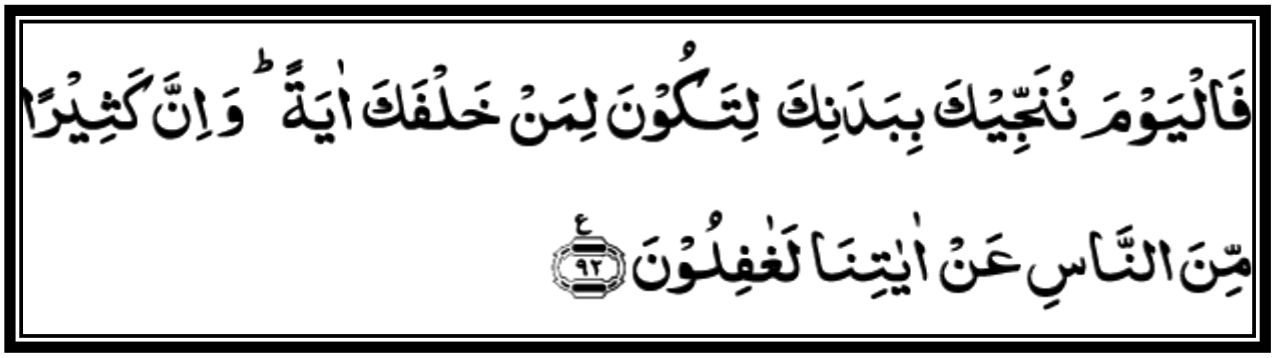

আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।(সূরা ইউনুস ১০:৯২)

৪. আরো স্বরণ করো (হে বনী ইসরাইল) আমি যখন তোমাদের নাজাত দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকেদের (দাসত্বের কবল) থেকে।

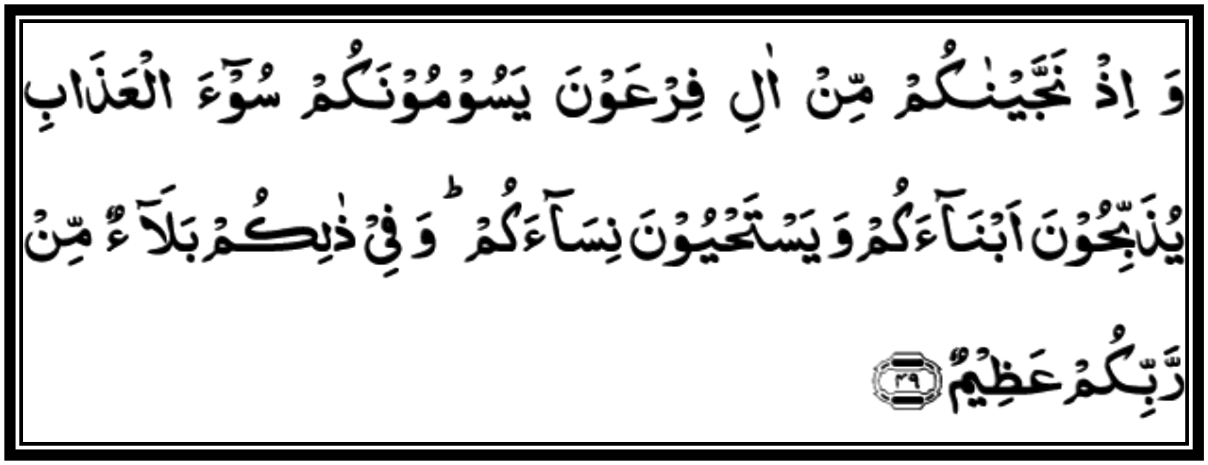

স্মরণ কর, যখন আমি ফিরাউন সম্প্রদায় হইতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম, যাহারা তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ কোরিয়া ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিয়া তোমাদের মর্মান্তিক যন্ত্রনা দিত। এবং উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা ছিল।(সূরা বাকারাহ ২:৪৯)

৫. আরো স্বরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা ফারাক (ভাগ) করে দিয়েছিলাম তোমাদের জন্যে সাগরকে এবং এভাবেই নাজাত (মুক্ত) করে এনেছিলাম তোমাদের, আর ডুবিয়ে দিয়েছিলাম ফেরাউনের লোকদের তোমাদের চোখের সামনেই।

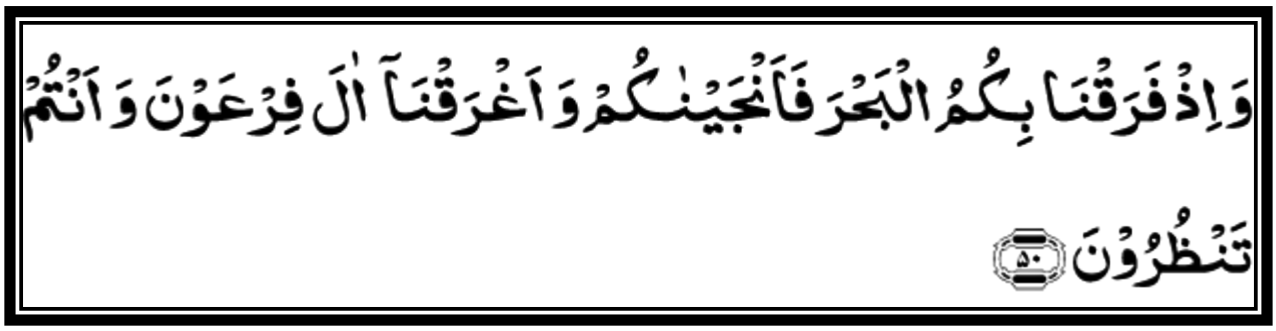
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ
تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উদ্ধার করিয়াছিলাম ও ফিরাউনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম এই তোমরা উহা প্রত্যাক্ষ করিতেছিলে। (সূরা বাকারাহ ২:৫০)

৬. ফেরাউন বললো : হে আমার পরিষদবর্গ ; আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) আছে বলে তো আমি জানি না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ۚ
فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ
مُوسَىٰ ۙ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

ফেরাউন বলিল, "হে পরিষদবর্গ ! আমি ব্যাতিত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলিয়া জানি না। হে হামান ! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মুসার ইলাহকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্যই মনে করি সে মিথ্যাবাদী।" (সূরা ক্বাসাস ২৮:৩৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৭. ফেরাউন এবং তার বাহিনী অন্যায় ভাবে দেশে অহঙ্কার করে।

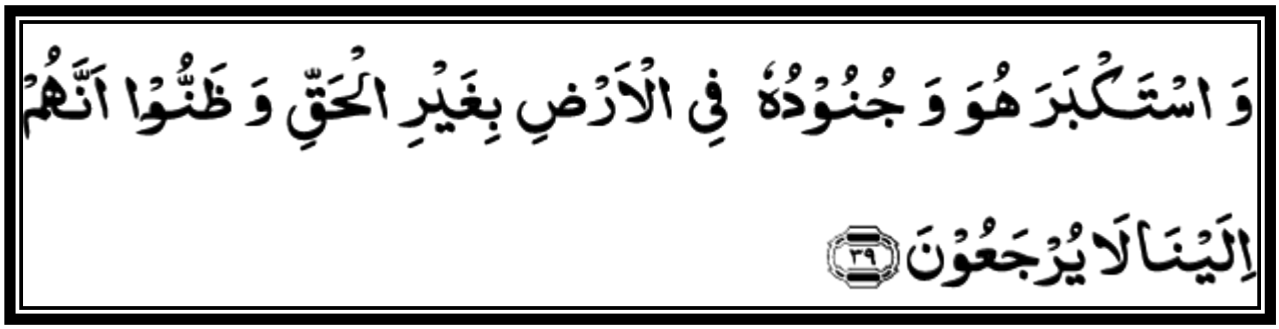
وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿۳۹﴾

ফেরাউন এবং তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে, উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না। (সূরা ক্বাসাস ২৮:৩৯)

৮. তারপর আমরা পাকড়াও করি তাকে ও তার বাহিনীকে এবং তাদের নিক্ষেপ করি দরিয়ায়। দেখো, কী (মন্দ) পরিণতি হয়েছিল জালিমদের।

فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

অতএব আমি তাহাকে ও তাহার বাহিনীকে ধরিলাম এবং তাহাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম। দেখ, জালিমদের পরিনাম কি হইয়া থাকে। (সূরা ক্বাসাস ২৮:৪০)

৯. আমরা তাদের বানিয়ে দিয়েছিলাম জাহান্নামের দিকে আহবান করার ইমাম (নেতা)।

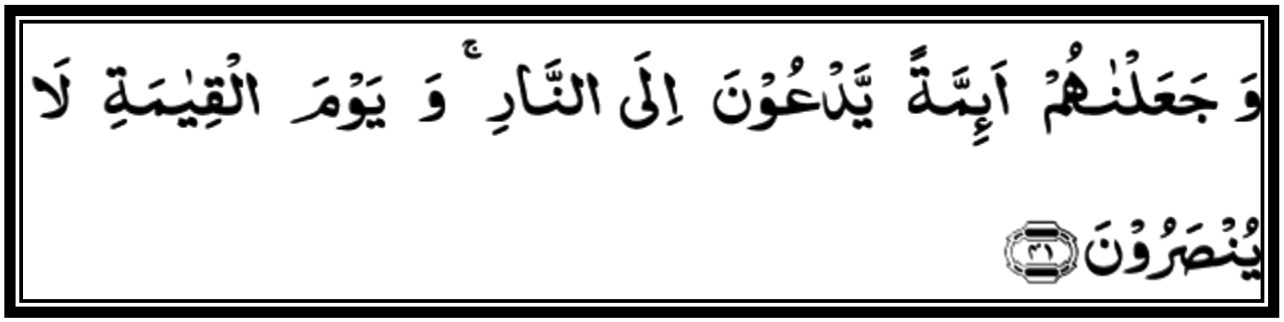
وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۴۱﴾

উহাদেরকে আমি নেতা করিয়াছিলাম; উহারা লোকদেরকে জাহান্নামে দিকে আহব্বান করিত; কিয়ামতের দিন উহাদের সাহায্য করা হইবে না। (সূরা ক্বাসাস ২৮:৪১)

১০. এ দুনিয়ায় তাদের অনুগামী করে দিয়েছি লানত (অভিশাপ) আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃনিত।

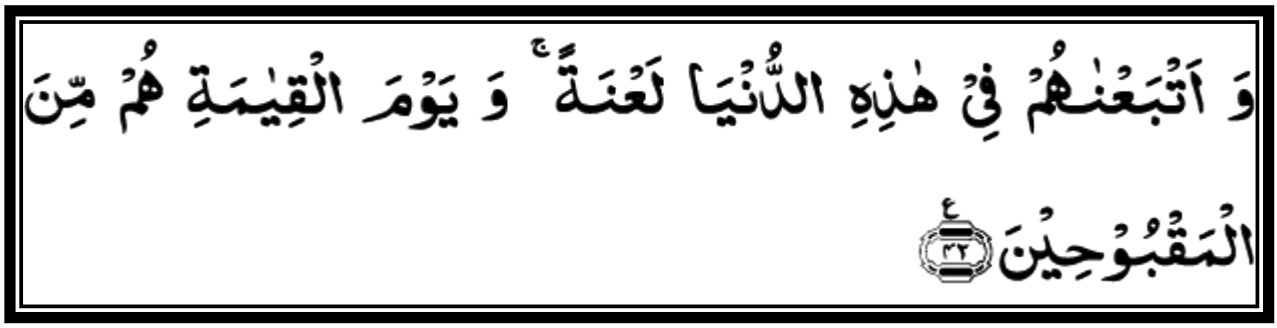
وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ
الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

এই পৃথিবীতে আমি উহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন উহারা হবে ঘৃনিত। (সূরা ক্বাসাস ২৮:৪২)

ফেরাউনের ডুবিয়ে মারার ঘটনা প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে ১৪০০ বছর আগে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১২৮ বছর আগে ফেরাউন (রামেসিস ২) মমিকৃত লাশ আবিস্কার করেন একজন পশ্চিমা আর্কিওলজিস্ট (Archaeologist) স্যার গ্রিফটন এলিয়ট (Sir Grifton Elliott). তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান, যখন দেখেন ফেরাউনের লাশের উপর হিমায়িত (frozen) সামুদ্রিক লবণ এর একটা স্তর রয়েছে. এটাই প্রমাণ করে ফেরাউন সমুদ্রে মারা গিয়েছিল। এ কথাই কোরআনে ১৪০০ বছর আগে বর্ণনা, যেটা মাত্র ১২৮ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমানে ফেরাউনের লাশ মিশরের কায়রো মিউজিয়াম এর ৫৬ নং কক্ষে সংরক্ষিত রয়েছে।

স্বৈরাচারী-অত্যাচারী শাসক ও তার এ আশীর্বাদপুষ্ট অনুসারীদের ফেরাউনের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চিন্তা করা উচিত তাদের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই হতে পারে অথবা দুনিয়ায় শাস্তি না হলেও আখেরাতে তাদের চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, যে শাস্তি হবে অনন্তকাল।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা আল্লাহর আযাবের ভয়ে নিজেরাই সতর্ক হয়ে যাই. আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....